সমকাল

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়োগ পেতে ভিসিকে ঘুষ, অডিও ভাইরাল

১২ ঘণ্টা আগে

এবিএম ফজলুর রহমান, পাবনা

আট লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে এক প্রার্থীকে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) উপাচার্য অধ্যাপক রোস্তম আলী। নিয়োগের প্রাথমিক তালিকায় নাম না পেয়ে প্রার্থী মনিরুল ইসলাম ভিসিকে মোবাইল ফোনে এর কারণ জানতে চাইলে ভিসি উল্টো তাকে হুমকি দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার করা হবে বলে জানান। গতকাল বৃহস্পতিবার তাদের দু'জনের এই কথোপকথনের অডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। তবে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগটি ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন ভিসি এম রোস্তম আলী।

পাবিপ্রবি সূত্র জানায়, ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের জন্য গতকাল সকালে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৮ প্রার্থী অংশ নেন। পরীক্ষা শেষে শিবু চন্দ্র অধিকারী, শরিফুল ইসলাম, তানভীর আহমেদ, রাজীবুল ইসলাম, সালাহউদ্দিন ও নুরুল হামিদ নামের ছয়জনকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে তালিকা প্রকাশ করা হয়। তারা সবাই রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থী।

নিয়োগ প্রার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মনিরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, 'পাবিপ্রবির ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলে সব শর্ত মেনে তিনি আবেদন করেন। গত জুন মাসে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করলে পরিচিত এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার। সে সময় দুই দফা সাক্ষাতের পর উপাচার্য শিক্ষক হিসেবে তাকে নিয়োগ দিতে ১২ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেন। নিয়োগ পরীক্ষার আগেই জমি বিক্রি করে তিনি উপাচার্যকে ঢাকার ফার্মগেটে পাবিপ্রবির রেস্ট হাউসে গিয়ে দুই দফায় প্রথমে পাঁচ ও পরে তিন লাখ টাকা দেন। নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আগের দিনও মোবাইল ফোনে নিয়োগের আশ্বাস দিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে বলেন ভিসি।'

মনিরুল অভিযোগ করেন, 'নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিয়েই পূর্বনির্ধারিত কয়েকজন প্রার্থীর পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তি ও গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয়। পরে ফলাফল তালিকাতেও তাদের নাম প্রকাশ করা হয়। এ সময় ভিসি স্যারকে ফোন দিয়ে আমাকে নিয়োগ না দেওয়ায় তার কাছ

থেকে টাকা ফেরত চাইলে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে শায়েস্তা করার হুমকি দেন।' নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক আইরিন আক্তার অভিযোগ করেন, 'আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ১০ জন প্রার্থী পরীক্ষায় অংশ নিলেও কেউই উত্তীর্ণ হতে পারিনি। যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের। নিয়োগ বোর্ডে থাকা শিক্ষকরা সবাই এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এমনকি লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শরিফুল ইসলাম পাবিপ্রবির উপ-উপাচার্য আনোয়ারুল ইসলামের আপন ভাগনি জামাই। তিনি নীতিমালা ও নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে নিয়োগ বোর্ডে থেকে তাকে পাস করান।'

এ বিষয়ে নিয়োগ বোর্ডের সদস্য এবং কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. হাবিবুল্লাহ বলেন, নিয়োগ বোর্ড নীতিমালা মেনেই সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। লিখিত পরীক্ষায় ফলাফলে ছয়জনকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হলেও মৌখিক পরীক্ষায় বোর্ড সন্তুষ্ট না হওয়ায় কাউকেই চূড়ান্ত উত্তীর্ণ দেখায়নি। অভিযোগের বিষয়ে উপ-উপাচার্য আনোয়ারুল ইসলামের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

তবে সব অভিযোগ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি করে পাবিপ্রবি উপাচার্য রোস্তম আলী বলেন, অনুত্তীর্ণ কিছু প্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়াকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে। মনিরুলের সঙ্গে নিয়োগ পরীক্ষার আগে একাধিকবার মোবাইল ফোনে কথোপকথন এবং সাক্ষাতের কথা স্বীকার করলেও আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি অস্বীকার করেন তিনি। উপাচার্য বলেন, 'মনিরুল আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সুপারিশ জানাতে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।'

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com